৭২ বছরের 'সুপার উওম্যান'-এর টাইপ করে জীবিকা নির্বাহ

ভোপাল, ১৫ জুন : ৭২ বছর বয়সেও জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি দ্রুত টাইপ করে চলেছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে আসেন জেলাশাসকের অফিসের সামনে। বসে যান নিজের আসনে। একমনে টাইপ করতে শুরু করেন ৭২ বছরের 'সুপার উওম্যান'। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটের বিশিষ্ট খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেহবাগ তাঁর ভিডিও শেয়ার করে ট্রাইট করেছেন। ট্রাইট করে তিনি বলেছেন, 'এই মহিলা আমার কাছে অবশ্যই সুপার উওম্যান। কারণ টাইপের স্পিড শুধু নয়, তাঁর স্পিরিট এবং কাজ এই শিক্ষাই দেয় যে কোনও কাজই ছোট নয়, শিক্ষা এবং কাজের ক্ষেত্রে বয়স কোনও বাধাই নয়। এই সুপার উওম্যানকে আমার প্রণাম।' ৭২ বছরের লক্ষ্মীবাই জানিয়েছেন, তাঁর ঘাড়ে ছিল বিপুল ঋণের বোঝা। মেয়ে এক দুর্ঘটনায় পড়ার পর বিপুল অর্থ ধার করতে হয় তাঁকে। সেই ঋণ শোধ করার জন্যই তিনি টাইপ শিখতে শুরু করেন। জীবনে একটা জিনিস জানতেন যে তিনি কখনও ভিক্ষা করতে পারবেন না। তাই টাইপ নিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য জেলা কালেক্টরের অফিসের সামনে বসে যান। তবে এই কাজে তাঁকে ভোপালের ডেপুটি কমিশনার রাঘবেন্দ্র সিং এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাবনা বুলাম্বে প্রচুর সাহায্য করেন। সেহবাগ গত ১২ জুন তাঁর ভিডিও শেয়ার করায় খুশি লক্ষ্মীবাই। এখনও তাঁর ঘাড়ে ঋণের বোঝা রয়েছে। এছাড়া নেই কোনও স্থায়ী আস্তানা। ঋণের বোঝা শোধ করা আর স্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলার জন্য এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে লক্ষ্মীবাইকে। তাই দিনের একটি বড় অংশ তিনি ব্যস্ত টাইপ রাইটারকে সঙ্গী করে।

সাংবাদিক সুজাত বুখারির মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ উপত্যকা

জম্মু/ নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : তাঁর শেষ ট্রাইট ছিল, 'কাশ্মীরে আমরা সাংবাদিকতা করি মাথা উঁচু করে। বাস্তবে ঠিক কী ঘটছে তা তুলে ধরতে দ্বিধা বোধ করি না।' সম্ভবত বাস্তবের ঘটনা, যা সত্যি তা নির্ভয়ে বলার জন্য প্রাণ দিতে হল 'রাইজিং কাশ্মীর'-এর এডিটর-ইন-চিফ সুজাত বুখারিকে। একেবারে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। বুখারির এই মৃত্যু ঈদের ঠিক আগেই সারা দেশের মানুষকে বেদনার্ত করেছে। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা শোকস্তব্ধ। বহু রাজনৈতিক নেতাই তাদের দলীয় আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে মন্তব্য করেছেন, দেশের অগ্রণী সাংবাদিকরা বুখারির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন এই হত্যাকাণ্ডের।

জানা গেছে, কাশ্মীরে বুখারির মৃত্যুতে অল আউট অপারেশন শুরু হয়েছে। পাক জঙ্গি নাভিদ জাট সহ আরও তিনজনকে বুখারির হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে তল্লাশি শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে শুক্রবার দাবি করা হয়েছে, অতি সম্প্রতি শ্রীনগরের হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে পাক জঙ্গি নাভিদ জাট। বুখারিকে হত্যা করতে যে তিনজন মোটর সাইকেলে করে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন জাট হতে পারে বলে পুলিশের সন্দেহ। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর উপত্যকায় একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে তার যোগ রয়েছে বলে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই কাজগুলি স্ক্যানারের নিচে ফেলে দেখছে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ বুখারির সম্ভাব্য হত্যাকারীদের ছবি প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের কাছেও হত্যাকারীদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনজন বাইকে চেপে এসে খুব কাছ থেকে গুলি করে সুজাত বুখারিকে। কিন্তু তাদের মাথায় হেলমেট থাকায় চেনা যায়নি কাউকেই। সিসিটিভি ফুটেজেও দেখা যায়নি চেনা মুখগুলো। এছাড়া একজনের মুখ ঢাকা ছিল কালো কাপড়ে।

মোটর সাইকেলে তিন আরোহীর মধ্যে যে মাঝখানে ছিল তার হাতে একটি বড় ব্যাগ ছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওই ব্যাগেই বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্র ছিল যা বুখারিকে হত্যা করতে কাজে লাগানো হয়। বুখারি নিহত হয়েছেন শ্রীনগরের লালচকে হাইপ্রোফাইল প্লেস এনক্লেভের মধ্যে। এই হামলায় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ কর্মীরও মৃত্যু হয়েছে। একদিন পরেই ঈদের উৎসব পালিত

হবে দেশজুড়ে। অফিসের কাজ শেষ করে একটি ইফতার পার্টিতে যাওয়ার জন্য তিনি বেরিয়ে আসছিলেন। ঠিক সেই সময়ই একটি বাইক এসে থামে তাঁর সামনে। বাইক থেকে নেমে পড়ে তিন জন। তারাই খুব কাছ থেকে গুলি করে 'রাইজিং কাশ্মীর'-এর এডিটর-ইন-চিফ সুজাত বুখারিকে। তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন ২ জন। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলে। অন্যজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেই সুজাত বুখারি আত্মপক্ষ সমর্থন করে ট্রাইটারে দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। দিল্লির কিছু সাংবাদিক কাশ্মীর নিয়ে তাঁর রিপোর্টাজ একপেশে হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। সেই সাংবাদিকদের অভিযোগের উত্তর দেন তিনি ট্রাইট করে। এছাড়া উপত্যকায় সেনারা কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টও পোস্ট করেন। প্রসঙ্গত, কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ছিল। এজন্য সেনাবাহিনীর ভূমিকার তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। তবে পাকিস্তানের ভূমিকারও তিনি তীব্র সমালোচনা করতেন।

বুখারির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বলেছেন, সুজাত বুখারির আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। ঈদের ঠিক প্রাক্কালে ওই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দা করার ভাষা নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। পরিবারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন মেহবুবা। প্রসঙ্গত, মাত্র কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নিয়ে কথা বলেন বুখারি।

মেহবুবা ছাড়াও এই অকুতোভয় সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজনাথ সিং থেকে রাহুল গান্ধি ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা। এই হত্যাকাণ্ডকে ভীরুর কাজ বলে ট্রাইট করেছেন। তাঁর কণ্ঠ থামিয়ে দিতেই যে এই হত্যা তাও বলেছেন রাজনাথ। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি 'রাইজিং কাশ্মীর'-এর সম্পাদকের হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন। রাহুলের মতে, বুখারি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সাংবাদিক, যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুজাত বুখারির মৃত্যুর তীব্র নিন্দা করে এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া বলেছে, বুখারি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বড় মনের সম্পাদক। কাশ্মীরের তরুণ সাংবাদিকদের তিনি মেন্টরও ছিলেন। জম্মু-কাশ্মীর সরকারকে অবিলম্বে অপরাধীদের ধরার জন্য পরামর্শ দিয়েছে গিল্ড। নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যের মিডিয়ার জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।

উত্তর ভারতে ধূলিঝড়ে যখন প্রবল অস্বস্তি, সেই সময় উত্তর-পূর্বে ব্যাপক বন্যা

দিল্লিতে ১৭ জুন পর্যন্ত নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ

নয়াদিল্লি/গুয়াহাটি, ১৫ জুন : উত্তর ভারতে ব্যাপক ধূলিঝড় ও বালুঝড়ে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৮। দিল্লিতে দূষণের কারণে পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজল আবাসন মন্ত্রী ইমরান হুসেনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের পর সমস্তরকম নির্মাণ কাজ ১৭ জুন পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে কি না, তা তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনএইচএআই, ডিএমআরসি, এমসিডিএস, পিডব্লুডি এবং এনবিসিসি-র উপর। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপক বন্যায় দু'জনের জীবনহানি হয়েছে। অসমের প্রত্যন্ত দিমাহাসাউ জেলায় ধস নেমে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গোলাঘাটে বন্যায় মারা গিয়েছেন এক জন। রাজ্যের ৭টি জেলায় ১,৬৬,৮৩৬ জন এখন বানভাসি। চলতি বছরে শুধু অসমে নয়, দেশেও এই প্রথম বন্যা দেখা দিল। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকদের দাবি, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ৩৭০টি গ্রাম জলের নিচে চলে গেছে।

হোজাই, কাছাড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, পূর্ব ও পশ্চিম কারবি আংলং জেলাগুলি বন্যাকবলিত হয়েছে। রাজ্য সরকার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে অবিলম্বে কর্মী পাঠানোর অনুরোধ করেছে। এনডিআরএফ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং গোলাঘাট থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত জলমগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪২২ জনকে। বানভাসি জেলাগুলিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ১১৫টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। এই সব শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে ৭টি জেলার প্রায় ৩৬ হাজার মানুষ। গত কয়েকদিন ধরে অসম ও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। অবিরাম বর্ষণের কারণে অধিকাংশ জায়গায় ধস নামায় বিপর্যয় হয়েছে ট্রেন চলাচল। যান চলাচল পুরোপরি বন্ধ। কারণ বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী জাতীয় সড়ক এখন জলের তলায়। উত্তর-পূর্ব ভারতে যখন অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে, তখন উত্তর ভারত ও সংলগ্ন অঞ্চলে ধূলিঝড় ও বালুঝড়ে হাহাকার উঠেছে।

দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজল ট্রাইট করে বলেছেন, 'এখন দিল্লিবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত গ্রিন দিল্লি।' এজন্য ১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই কাজে দিল্লির বাসিন্দাদেরও অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বনবিভাগ থেকে গাছের চারা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে লাগাবে বিভিন্ন সংস্থা। সাধারণ মানুষকেও গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করেছেন বাইজল।

প্রয়াত সম্পাদককে শ্রদ্ধা জানাল 'রাইজিং কাশ্মীর'

শ্রীনগর, ১৫ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের অগ্রণী ইংরাজি সংবাদপত্র 'রাইজিং কাশ্মীর'-এর সাংবাদিকরা শুক্রবার তাঁদের প্রয়াত সম্পাদক সুজাত বুখারির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিসের ঠিক বাইরেই দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন সুজাত। এই ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রতিটি সংস্করণেই প্রথম পাতায় কালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে সুজাত'র ছবি ছাপা হয়। বার্তা দেওয়া হয়, 'সাংবাদিকরা ভীরুর মতো ভেঙে পড়বেন না'। সেখানে আরও লেখা হয়, 'আপনি আকস্মিকভাবে চলে গেছেন। কিন্তু আপনার পেশাদার মনোভাব সবসময় আমাদের সাহস জোগাবে। কতগুলি ভীরু মানুষের কাছে কখনও আমরা ভেঙে পড়ব না। সত্যিকে প্রকাশ করতে আমরা আমাদের আদর্শে অবিচলিত থাকব। আপনি শান্তিতে ঘুমোন।' এদিন এই সংবাদপত্রের অফিসে বহু মানুষ ভিড় করেন।

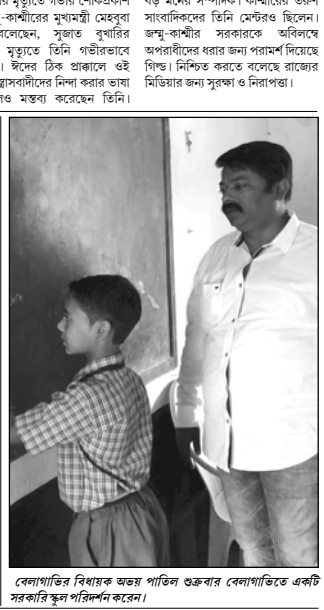

বেলাগাভির বিধায়ক অভয় পাটিল শুক্রবার বেলাগাভিতে একটি সরকারি স্কুল পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের দাবি জানানোর পরামর্শ কেজরিকে শীলার

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের বাংলোয় দিনের পর দিন বিক্ষোভ না দেখিয়ে বরং দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দাবি জানানোর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত। কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেত্রী পরামর্শটি দিয়েছেন আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক ও দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। দিল্লির তিন-তিনবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে শুক্রবার বলেছেন, দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার কাজটি সংসদেই হতে পারে। কারণ এজন্য সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

দিল্লি যেহেতু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সংবিধান পরিবর্তনের কোনও ক্ষমতা নেই। কেজরিওয়াল যদি দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্য হিসাবে চান, তবে তাঁর সংসদে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা উচিত বলেও পরামর্শ দিয়েছেন শীলা। এদিকে অনিল বাইজলের বাংলোয় যেভাবে দিনের পর দিন কেজরিওয়াল ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তার তীব্র সমালোচনা করে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে আম আদমি পার্টির

নেতারা এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এলজি'র বাংলোয় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শীলা আরও বলেন, কোনও নির্বাচিত সরকার এভাবে বিক্ষোভ দেখায় বলে কখনও শোনেননি তিনি। তবে শীলা যাই বলুন, বহু রাজনৈতিক দলই আপ নেতাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, অভিনেতা-রাজনীতিক কমল হাসান ও শত্রুঘ্ন সিনহা, সিপিআইএম, সিপিআই এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন।

অপরাধীদের হাত থেকে মুক্তি পেতে এনকাউন্টারে মদত বিহারের মন্ত্রীদের

পাটনা, ১৫ জুন : অপরাধীদের হাত থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত 'এনকাউন্টার' মদত দিচ্ছেন বিহারের দুই মন্ত্রী। রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এমনকি মন্ত্রীদেরও নানাভাবে 'ব্ল্যাকমেইল' করা হচ্ছে। নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিহারে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সে সময় মনে করা হয়েছিল, মদ নিষিদ্ধ হলে অপরাধও কমবে, কিন্তু অপরাধ কমা তো দূরের কথা তা চড়চড়িয়ে বাড়তে থাকায় বিপাকে পড়েছে শাসকদল।

বিহারের রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রামনারায়ণ মণ্ডল এবং শ্রমমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা রাজ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এরপরই তাঁরা বলেছেন, অপরাধীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেওয়াই সেরা উপায়। বিহার সরকার পুলিশকেও অপরাধীদের দমন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিকে গয়া জেলায় এক মহিলা ও তাঁর মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হন। এছাড়া রাজ্যে ধর্ষণ বা গণধর্ষণের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সরকার কোনওভাবেই অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দুই মন্ত্রী রামনারায়ণ ও বিজয় কুমার এমন মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য বিরোধীরা এদিন কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। বরং বিষয়টি তারা সরকারের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। নীতীশ কুমারের জনতা দল (সংযুক্ত) ও বিজেপি জোট সরকার কীভাবে অপরাধীদের মোকাবিলা করে সেদিকে নজর রাখছে বিরোধীরা।

দলিত কিশোরদের নগ্ন করে ঘোরানো, আরএসএস-বিজেপিকেই দায়ী করলেন রাহুল

জলগাঁও, ১৫ জুন : মহারাষ্ট্রের জলগাঁওতে দুই দলিত কিশোরকে প্রথমে হুমকি এবং পরে নগ্ন করে ঘোরানোর জন্য আরএসএস-বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। দেশজুড়ে আরএসএস ও বিজেপি যে বিষাক্ত রাজনীতি ছড়িয়ে দিচ্ছে, এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ বলেও মন্তব্য করেছেন রাহুল। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার ওয়াকারি গ্রামে এক ধনী ও উচ্চবর্ণের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট পুকুরে সাঁতার কাটায় দুই দলিত কিশোরকে নগ্ন করে ঘোরানো হয় সারা গ্রাম।

ওই উচ্চবর্ণের পরিবারটি অত্যন্ত ধনী। তাদের পুকুর ব্যবহার করার জন্য দলিত কিশোরদের উপর প্রবল ক্ষুব্ধ হয় পরিবারের সদস্যরা। এরপরই শুরু হয় তাদের উপর অত্যাচার। মহারাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে অবশ্য এদিন এই ঘটনার নিন্দা করে দুই দলিত বালক ও তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস যেভাবে আসরে নেমে পড়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আরএসএস-বিজেপিকে। মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবারই ওই গ্রামে ঘুরে এসেছেন। তারপরই

রাহুলের হাতে যাবতীয় তথ্য তুলে দিয়েছেন তাঁরা। কংগ্রেস সভাপতি ওই দুই দলিত বালকের উপর নির্দয়ভাবে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে অত্যাচার চালিয়েছে তার ছবি পোস্ট করেছেন। ফলে বিপাকে পড়েছে আরএসএস-বিজেপি। কারণ রাহুল এই ঘটনাকে আরএসএস-বিজেপির বিষাক্ত রাজনীতির অবদান বলে মন্তব্য করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ জুন। কিন্তু প্রকাশ্যে আসতে সময় নিয়েছে আরও ৪-৫ দিন। এই ঘটনায় স্পষ্টতই বিব্রত বিজেপি-শিবসেনা জোট। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এখন দেশের বাইরে রয়েছেন। ফলে বিষয়টি মোকাবিলা করতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দলও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

ঈদের প্রাক্কালে রাজধানীর জামা মসজিদে শেষ জুম্মাবারে আলবিদা জুম্মা নমাজ পড়ছেন এক মুসলিম মহিলা।

জঙ্গিরা কেবল বুলেটের ভাষাই বোঝে : সুব্রহ্মণ্যম স্বামী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ফায়ারব্র্যান্ড সাংসদ হিসেবে পরিচিত সুব্রহ্মণ্যম স্বামী শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, জঙ্গিরা কেবল বুলেটের ভাষাই বোঝে। তাদের জন্য বুলেটই উচিত শিক্ষা। প্রসঙ্গত, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনী জম্মু-কাশ্মীরে এই সময় যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরা ভারতে ঢুকে পড়ছে বলে গোয়েন্দারা অভিযোগ করছেন। তবে স্বামীর মন্তব্য শোনা গেছে শুক্রবার কাশ্মীরে দু-দু'টি স্পর্শকাতর হত্যাকাণ্ডের পর। এদিন ঔরঙ্গজেব নামে এক সেনাকে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। এছাড়া 'রাইজিং কাশ্মীর' নামে ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক সুজাত বুখারি তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে ইফতারে যোগ দিতে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ স্বামী মন্তব্য করেছেন, বর্তমান রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা উচিত। বরখাস্ত করা উচিত রাজ্যপাল এন এন ভোরাকেও। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য করার সময় স্বামী বোধহয় বিস্মৃত হন যে, জম্মু-কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতির সঙ্গে জোট সরকার চালাচ্ছে বিজেপিও। রাজ্যপাল ভোরাও কার্যত বিজেপির ঘরের লোক হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু তবুও তাদের সমালোচনা করতে পিছিয়ে থাকেননি বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত নয়, সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া। এই নির্দেশ আসা উচিত রাজ্যের রাজ্যপালের কাছ থেকে।

স্বামী এদিন উপত্যকার পরিস্থিতি যে কতটা খারাপ হয়েছে, সেই দাবি করে জম্মু ও কাশ্মীরে আর্মস ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট জারি করার কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, এই আইন জারি হলে একমাত্র জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। ১৯ জুন উপত্যকার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ ইদের ঠিক একদিন আগেই সেখানে ঘটে গেছে দু-দু'টি স্পর্শকাতর হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর জওয়ান ঔরঙ্গজেবের মৃতদেহ বসু গ্রাম থেকে পুলিশ ও সেনার একটি দল উদ্ধার করে। পুলওয়ামা জেলার কালামপোরা থেকে আরও ১০ কিলোমিটার ভিতরে এই প্রত্যন্ত গ্রামে সম্ভবত ঔরঙ্গজেবকে অপহরণের পর আটকে রেখেছিল জঙ্গিরা। তারপর তাঁর মাথা ও ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। আর একটি হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক সুজাত বুখারির।